উইলিয়ামসন জানালেন, ভয় আছে!

চেন্নাই সুপার কিংসের ১৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পরে আইপিএলের সবদলের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। অনেক দলেই প্রশ্ন উঠেছে, বিদেশি ক্রিকেটারেরা খেলতে আসবেন তো?

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অন্যতম ভরসা কেন উইলিয়ামসন গতকাল বুধবার (২ সেপ্টেম্বর জানিয়েছেন, তিনি দুবাই আসছেন। বৃহস্পতিবারই রওনা দিচ্ছেন নিউজ়িল্যান্ড অধিনায়ক। কিন্তু তিনিও চিন্তিত চেন্নাই শিবিরে সংক্রমণ ছড়ানো নিয়ে।

নিউজ়িল্যান্ডের এক রেডিও চ্যানেলে সাক্ষাৎকারে উইলিয়ামসন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবারের দুবাই যাত্রা নিয়ে। তিনি জানিয়েছেন, অতিরিক্ত সতর্কতা মেনেই এবার তিনি সানরাইজার্স শিবিরে যোগ দেবেন।

উইলিয়ামসন বলেন, চেন্নাই শিবিরে সংক্রমণের খবর পেয়েছি। সত্যি খুব ভয় আর উদ্বেগজনক বিষয়। সংক্রমণ ধরা পড়েছে, এ খবর কেউ শুনতে চায় না। আশা করি, এক সপ্তাহের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবে সবাই।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ি নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ি নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট ঘাট কর্তৃপক্ষ। নাব্যতা সংকটের কারণে বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

শিমুলিয়া ঘাটের বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) ব্যবস্থাপক সাফায়েত আহমেদ জানান, নাব্যতা সংকটের কারণে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে এ নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

সকাল ৬টার দিকে কলমিলতা ফেরি যাত্রী ও যানবাহন নিয়ে ছেড়ে গিয়েছিল এরপর পথিমধ্যে চ্যানেলে নাব্যতা সংকটের কারণে আবার ঘাটে ফিরে আসে। বর্তমানে প্রায় চার শতাধিক গাড়ি পারের অপেক্ষায় আছে শিমুলিয়া ঘাটে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জেএসসি-জেডিসির বিকল্প পরীক্ষার নির্দেশ

মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা হবে না। তবে বিকল্প হিসেবে এবার অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ে মূল্যায়ন করে তাদের নবম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হবে বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এবং সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যাদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ থেকে চিঠি দিয়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বোর্ড বুধবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানদের চিঠি দিয়ে, করোনা সংক্রমণের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ২০২০ সালের জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা না নিয়ে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নবম শ্রেণিতে উন্নীত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাসময়ে নির্দেশনা দেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাসের কারণে গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে সরকার। সর্বশেষ কিছুদিন আগে এই ছুটির মেয়াদ ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

‘ভিয়েতনামপ্রবাসীরা অপরাধে অভিযুক্ত ছিলেন না, অথচ জেলে পাঠানো হলো’

ভিয়েতনাম প্রবাসীরা অপরাধে অভিযুক্ত ছিলেন না, অথচ জেলে পাঠানো হলো। ভিয়েতনাম ফেরত প্রবাসীদের কারাগারে পাঠানোর ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না একথা বলেন।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য সাকিবের সাক্ষরিত পাঠানো বিবৃতিতে মান্না বলেন, ১ সেপ্টেম্বর বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রথমবারের মতো ৩৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আর এদিনই ভিয়েতনামফেরত ৮১ প্রবাসীকে জেলে পাঠানো হলো। সাথে রয়েছে কাতারপ্রবাসী আরও দুইজন।

তিনি বলেন, একটা সরকার কতটা অমানবিক হলে অপরাধীদের বাঁচাতে নির্যাতনের শিকার মানুষকে জেলে পুরে রাখতে পারে। এই ৮১ জনের প্রত্যেকে চার থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে যাওয়ার জন্য যত নিয়ম-কানুন আছে সব প্রক্রিয়া শেষ করে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে ভিয়েতনামে যান। প্রতারণার শিকার এই প্রবাসীরা ভিয়েতনামের বাংলাদেশ দূতাবাসে গিয়েছিলেন প্রতিকারের আশায়। আর সেটিকে দূতাবাস দখলের চেষ্টা বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন খোদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কী বিস্ময়কর ঘটনা!

তিনি বলেন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩ অনুযায়ী, বিদেশে কোনো সমস্যা হলে প্রবাসীরা নিজ দেশের দূতাবাসে যাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। অথচ বলা হলো, এরা দূতাবাস দখল করতে গেছে। এ ঘটনার সাথে জড়িত দালাল, এজেন্সি বা জনশক্তি প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যাপারে

কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ভুক্তভোগীদের জেলে পাঠানো হলো।

মান্না বলেন, এর আগে কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন থেকে আসা ২১৯ জনকে দিয়াবাড়ির কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে জেলে নেয়ার সময় যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, এবারও সেই একই অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতিটি শব্দ, বাক্য, একই। সেই একই অভিযোগ, কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার খবর জানতে পেরেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, সেই মামলার এজাহার আর এবারের মামলার এজাহার হুবহু এক, এমনকি বানান এবং বাক্যবিন্যাসের ভুলগুলোও।

তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা অভিবাসীরা বিভিন্ন অপরাধে সেখানে জেলে থাকলেও ভিয়েতনাম থেকে ফেরত আসাদের কেউই সেদেশে কোনো অপরাধে অভিযুক্ত বা কারাগারে ছিলেন না। দেশে এসে তারা হঠাৎ করে অপরাধী হয়ে গেল। ভিয়েতনামফেরত প্রবাসীরা দালালচক্রের হোতা, জড়িত রিক্রুটিং এজেন্সি এবং এদের সাথে কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কতিপয় কর্মকর্তা এবং দূতাবাসের সুসম্পর্কের কথা বারবার বললেও তাদের ব্যাপারে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাংনীতে গৃহবধুর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীতে রহিমা খাতুন (৫৩) নামের এক গৃহবধু আত্মহত্যা করেছে।

বুধবার দুপুরে ঢাকা নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। রহিমা খাতুন বাওট গ্রামের দবিরের স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানান,পারিবারিক কোলহের জেরে মঙ্গলবার সকালে বিষপান করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে। এ্যাম্বুলেন্স যোগে ঢাকা যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত রাসেল শেখকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন

বয়সে তরুণ মোঃ রাসেল শেখকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। বর্তমানে সে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মহাখালীর ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ব্যয়বহুল চিকিৎসা করাতে হিমশিম খেয়ে আর একার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তার দরিদ্র ভ্যানচালক পিতা ইসলাম আলীর।

রাসেল কুমারখালির পান্টি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এই অসহায় সন্তানকে বাঁচাতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন তার পরিবার। হয়তবা সকলের দোয়া ও আার্থিক সহযোগিতায় রাসেল আবার সকলের মাঝে সুস্থ্য হয়ে ফিরে আসতে পারে।

তাই নিজ নিজ সামর্থ্য মতো একটি ফুলকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে সহযোগিতা চেয়েছেন তার পরিবার।অর্থ সহযোগিতা করতে পারেন, বিকাশ নাম্বার-০১৭৭০-৪৭৮০২৮।

[redacted]

[redacted]

চুয়াডাঙ্গায় প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান করলেন পুলিশ সুপার”

বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী” ফেসবুক গ্রুপে আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের গোপীনগর গ্রামের আব্দুল মালেকের স্ত্রী পঙ্গুত্ব বরণ করে অসহায় জীবনযাপন করছেন এমপি একটি স্ট্যাটাস দেখে তাকে হুইল চেয়ার প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

গতকাল বুধবার দুপুর ২ টার সময় ওই গ্রুপের মডারেটর সাঈদ হুসাইন ও ইউনুস চৌধুরী প্রতিবন্ধী খাইরুন নেছাকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে নিয়ে গেলে পুলিশ সুপার তাকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন।

এসময় পুলিশ সুপার বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তার সাধ্যমত জনগণকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এসময় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন। সেখানে আরো উপস্থিত ছিল গ্রুপের চীফ এডমিন মশিউর রহমান, এডমিন মাসউদুর রহমান, মডারেটর মুহসিন, পারিকুল প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় প্রবাসীর স্ত্রীকে উত্যক্ত, শ্রীঘরে সাহাবুল

প্রতিবেশী সাহাবুলের একের পর এক কুপ্রস্তাবে অতিষ্ঠ হয়ে তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করতে বাধ্য হল আলমডাঙ্গার শ্রীনগর গ্রামের প্রবাসী রাহুল লস্করের স্ত্রী বুলবুলি খাতুন (৪০)। এর পরপরই পুলিশ সাহাবুলকে আটক করে।

সাহাবুল (৩০) জামজামী ইউনিয়নের শ্রীনগর গ্রামের সোহরাব হোসেনের ছেলে। সে নিয়মিত বুলবুলি খাতুনকে উত্যক্ত করে আসছিল।

বুলবুলি খাতুন জানান, তার স্বামী রাহুল লস্কর ও বড় ছেলে সালমান

মালেশিয়ায় প্রবাস জীবন-যাপন করছেন। তিনি ছোট ছেলে ফরিদকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে বসবাস করছেন। বাড়িতে স্বামী না থাকার সুযোগে সাহাবুল তাকে প্রায় কুস্তাব দিতে থাকে।

তিনি এতে রাজি না হওয়ায় সাহাবুলের উত্যক্ততা আরও বহুগুনে বেড়ে যায়। সে রাত-বিরাতে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করতে থাকে। মঙ্গলবার রাতে জানালা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্ত প্রতিবেশীরা সাহাবুলের কান্ড দেখে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

পরদিন বুধবারে বুলবুলি থানায় এসে সাহাবুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ আমলে নিয়ে সাহাবুলকে আটক করে।

সত্তর বছরের আ.লীগ পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করার পায়তারা চলছে

দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে যে পরিবারটির সদস্যরা আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে লালিত-পালিত হয়ে মুজিব আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে অগ্রনী ভুমিকা পালন করে আসছিলেন সেই পরিবারটির সদস্যরাই এখন আওয়ামীলীগের নেতৃত্বের কারনে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়নজুড়ে এই পরিবারটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকা সত্বেও তা ক্রমান্বয়ে ছেটে দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। এরই মধ্যে এই পরিবারের সদস্য খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল হালিম মন্ডলের কাছ থেকে সভাপতির পদটি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে দীর্ঘ বছর ধরে থাকা স্কুল কমিটির সভাপতির পদটিও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এসব অভিযোগগুলো করছিলেন আব্দুল হালিম মন্ডল।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে কথাগুলো বলেন আওয়ামী লীগের এই ত্যাগী নেতা। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি রদিদুল ইসলাম।

আব্দুল হালিম মন্ডল বলেন, ১৯৪৯ সালে আওয়ামীলীগের জন্মের সময়ে খাদিমপুর ইউনিয়নে প্রথম দলটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় তার আপন ফুফাত ভাই কমলাপুরের নুরুদ্দিন মাস্টারকে। তিনি দীর্ঘ বছর সভাপতি হিসেবে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় তারই ছোট ভাই সফিউদ্দিনকে। তিনিও দীর্ঘ বছর এই পদে দায়িত্ব পালন করেন।

সবশেষে ৯৭ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান বর্তমান চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল। তিনি ১৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। গত উপজেলা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোট করায় জেলা নেতৃত্বের রোষানলে পড়েন আব্দুল হালিম মন্ডল। এরপর তার কাছ থেকে একে একে দলীয় সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকলেও পদে পদে হচ্ছেন বাঁধাগ্রস্ত।

আব্দুল হালিম মন্ডল জানান, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ থেকে বিএ পাশ করার পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর তিনি আবারও কুষ্টিয়া ল‘কলেজে ভর্তি হন। কিন্ত পরিবারের আহ্বানে তাকে খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশ নিতে হয়। তিনি দুইবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এরআগে তার বড় ভাইও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

হালিম মন্ডল বলেন, তিনি দিনে দিনে পুরো ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের রাজনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দীর্ঘ বছর ধরে সার্বক্ষনিক জনগনের মাঝে থাকায় মানুষের ভালবাসায় নিজেকে করে তুলেছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বি। তিনি বলেন, তার এই জনপ্রিয়তাই রাজনীতিতে কাল হয়ে দেখা দিয়েছে। তাকে নানাভাবে থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার চেয়েও অপেক্ষাকৃত দুর্বল কোন লোককে দিয়ে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব দেওয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বি। খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনেও তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বি।